‘প্রিমিয়ার একটি বাগান, অনুপম সেন মালি, আমি পাহারাদার’

স্পেশাল করেসপন্ডেন্ট | বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর.কম
আপডেট: ২১৩৫ ঘণ্টা, মার্চ ৩১, ২০১৬

চট্টগ্রাম: প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়কে ফুল বাগান উপমা দিয়েছেন প্রতিষ্ঠানটির উদ্যোক্তা ও সাবেক মেয়র এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরী। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড.অনুপম সেনকে সেই বাগানের মালি এবং নিজেকে পাহারাদার হিসেবে অভিহিত করেছেন মহিউদ্দিন।

বৃহস্পতিবার (৩১ মার্চ) সন্ধ্যায় গণমাধ্যমে পাঠানো একান্ত সচিব ওসমান গণি স্বাক্ষরিত এক বিবৃতিতে এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরী এসব কথা বলেন।

মঙ্গলবার (২৯ মার্চ) প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের দামপাড়া ক্যাম্পাসে দু’দল ছাত্রের মধ্যে মারামারিতে নাসিম আহমেদ সোহেল নামে এক ছাত্র মারা যায়। এর জের ধরে বুধবার সংবাদ সম্মেলন করে উপাচার্য ড.অনুপম সেনের পদত্যাগ দাবি করে মেয়র আ জ ম নাছিরের অনুসারী ছাত্রলীগ নেতারা। সেখানে এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরীকে ইঙ্গিত করেও তারা কটুক্তি করেন।

এরপর উপাচার্য ড.অনুপম সেনের সম্মানহানির প্রতিবাদে একযোগে সরব হয়ে বিবৃতি দেন প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক-শিক্ষিকা ও কর্মকর্তা-কর্মচারি। সর্বশেষ বিবৃতি দিয়ে নিজের অবস্থানও পরিস্কার করলেন এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরী।

বিবৃতিতে এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরী নিহত নাসিম আহমেদ সোহেলের পরিবারের দায়িত্ব নেয়ার ঘোষণা দিয়েছেন।
বিবৃতিতে প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথা তুলে ধরে মহিউদ্দিন বলেন, অনেক স্বপ্ন, আশা এবং ভালোবাসা নিয়ে আমি প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছিলাম। সেই উদ্যোগের সঙ্গে যোগ হয়েছিল চট্টগ্রামবাসীর মমতাপূর্ণ অপরিসীম সহযোগিতা। সাথে যোগ হয়েছিল দেশের আপামর জনগণের ভালোবাসা এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আন্তরিক সদিচ্ছা। সবকিছু মিলিয়ে প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে উঠেছিল একটি অনন্য উচ্চমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

‘এই প্রতিষ্ঠান চট্টগ্রামকে শিক্ষায়-দীক্ষায় গৌরবান্বিত করেছে। আমি এদেশ স্বাধীন করার জন্য যুদ্ধ করেছি। কোন অপশক্তি আমার এই স্বাধীনতা, শিক্ষা ও মানবিক কল্যাণকে প্রতিহত করতে পারবে না। আমি লক্ষ্য করছি ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ধ্বংস করার অপচেষ্টা চলছে। এর বিরুদ্ধে আমি সর্বশক্তিনিয়ে রুখে দাঁড়াবো। ’ বলেন মহিউদ্দিন।

‘এই প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে চক্রান্তকারী ব্যক্তিবিশেষকে আমি চিনি। মাফিয়া চক্রের এজেন্ট হিসেবে চট্টগ্রাম বন্দর এবং এই প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্যময় জনপদকে ধ্বংস করার জন্য তারা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। তাদেরকে আমি অবশ্যই নির্মূল করবই।’

‘ আমি যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ও শাস্তি নিশ্চিত করার জন্য রাজপথে ছিলাম এবং এখনো আছি। যারা ছিলনা এবং নেই তারাই আজ খবরদারী করছে। তারা আমার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপর হামলা করছে। এই ঘৃণ্য অপকর্মকে রুখে দাঁড়াবার জন্য আমি একাত্তরের হাতিয়ার তুলে নিয়েছি। সুতরাং সাবধান, আমার এই অস্ত্র গর্জে উঠলে কোন অপশক্তি রেহাই পাবে না। ’ বলেন মহিউদ্দিন।

‘ আমার মেয়ে ফৌজিয়া সুলতানা টুম্পাকে আমি এই বিশ্বাবিদ্যালয়ে ভর্তি করেছিলাম। টুম্পা আমাকে ছেড়ে চিরবিদায় নিয়েছে। আমি প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর মাঝে টুম্পাকে খুঁজে ফিরি। তাদের প্রত্যেকের চেহারায় আমি টুম্পাকে দেখতে পাই। এই পবিত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রী আমার সন্তান। ’

‘আমি রাজনীতির মানুষ। আগাগোড়াই রাজনীতির মানুষ হলেও আমি প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়কে আমার রাজনৈতিক কর্মসূচির বাইরে রেখেছি। পাঠদান, শিক্ষক নিয়োগসহ কোন ব্যাপারে আমি কখনোই হস্তক্ষেপ করিনি। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আমার কাছে স্বর্গের বাগান। ছাত্র-ছাত্রীরা যেন স্বর্গের শিশু হয়ে সেই বাগানে খেলা করছে। বিশ্ববরেণ্য সমাজবিজ্ঞানী ও একুশে পদকপ্রাপ্ত শিক্ষাবিদ উপাচার্য প্রফেসর ড. অনুপম সেন সেই বাগানের মালি এবং আমি একজন নগন্য পাহারাদার। ’ বলেন মহিউদ্দিন।

তিনি বলেন, গুটিকয়েক জনবিচ্ছিন্ন মানুষ প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনীতি ঢুকানোর প্রয়াস চালাচ্ছেন। তারা কখনোই সফল হবে না। বীর চট্টলার মানুষ তাদের অপচেষ্টা রুখে দেবে। কারণ প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রামবাসীর সম্পদ। সুন্দর আগামী গড়তে সুন্দর প্রজন্ম উপহার দেওয়ার স্বপ্ন নিয়ে প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয় যে মহৎ যাত্রা শুরু করেছিল সেই যাত্রা অব্যাহত থাকবে। হঠকারী এবং ষড়যন্ত্রকারীরা সেই যাত্রা পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারবে না।

‘সোহেলের মৃত্যুতে কেবল তার পিতা-মাতার বুক খালি হয়নি। আমার বুকটাও খালি হয়েছে। সোহেলের মৃত্যু আমাকে একটি নতুন শিক্ষা দিয়ে গেল ফুলেরও শত্রু থাকে, ফুলের উপরও আঘাত আসে। আমি ঘোষণা করছি সোহেলের পরিবার আমার পরিবার। তার পিতামাতা, ভাইবোন এবং আত্মীয়রা আজ থেকে আমার পরমাত্মীয়। সোহেলের পরিবারের দায়িত্ব আজ থেকে আমি গ্রহণ করলাম। ’ বলেন মহিউদ্দিন।

Ref: BANGLANEWS24.com
https://www.banglanews24.com/daily-chittagong/news/bd/478525.details